

Re. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য : ২ টাকা

মাসিক

Vol : V Issue : II, 15th May, 2016 জৈষ্ঠ, ১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী



আবির্ভাব - ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮

তিরোভাব - ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮



১৮ই মার্চ ২০১৬ ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে ফিজিওথেরাপি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করছেন
রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের
কাছে আবেদন

রবি প্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি,
লহ মালাখানি।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

রচনাকাল ২৩ বৈশাখ, ১৩৩৮। শান্তিনিকেতন।
কবিতাটির ১ম স্তবক এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

‘ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে ১৮ই মার্চ আধুনিক
সরঞ্জাম সহ একটি ফিজিও থেরাপী কেন্দ্রের উদ্বোধন
করা হয়েছে। কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে আনুমানিক দুই লক্ষ
(২,০০,০০০) টাকা প্রয়োজন। এই তহবিল গঠনের জন্য
সদস্য / সদস্যা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে আবেদন
জানাচ্ছি।

নগদে বা ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে দান পাঠাতে
পারেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে কোন দান ভারত
সরকারের নির্দেশানুযায়ী ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

ধন্যবাদ সহ,
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

১লা বৈশাখ ১৪২৩ (১৪ এপ্রিল ২০১৬)**বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত****মিলনোৎসবের বিবরণ।**

১লা বৈশাখ ১৪২৩ (১৪এপ্রিল ২০১৬) বিকাল ৫:৩০ মিনিটে বেথুন ইন্সটিটিউট ও জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকার্স ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। ডাঃ কৃষ্ণা হালদার এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। বিগত বছরে বেথুন ইন্সটিটিউট ও জয়ার যে সকল সদস্য / সদস্যা প্রয়াত হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন দীর্ঘদিন ধরে জয় ইউনিয়নের উদ্যোগে ১লা বৈশাখ মিলনোৎসব আমরা পালন করে আসছি। বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যৌথভাবে ১লা বৈশাখ মিলনোৎসব পালন করা হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী, কমঃ হরিদাস মালাকার ওনাদের উদ্যোগে ১লা বৈশাখ মিলনোৎসব পালনের সূচনা করা হয়। শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ঘোষণা করেছিলেন জয় ইউনিয়ন যতদিন থাকবে ১লা বৈশাখ মিলনোৎসব হবে। আমাদের সকলেরই বয়স হয়েছে, অনেকে শারীরিক ভাবে অসুস্থ, তাই সকলের পক্ষে আসা সম্ভব হয় না। আপনারা যারা কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। জয় ইউনিয়ন যতদিন থাকবে ততদিন এই অনুষ্ঠান হবে। আপনারদের কাছে আবেদন যতদিন পারেন এই অনুষ্ঠানে আসবেন। আপনারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। বছরে ১টি দিন হলেও দেখা হয় তার জন্য এই মিলনোৎসব। বেথুন ইন্সটিটিউটের কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেন। বয়স্ক লোকেরা নিঃসঙ্গতায় জীবনযাপন করেন। তাদের বিনোদনের জন্য আমরা বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করে থাকি। তাদের আমরা এখানে আসার জন্য অনুরোধ করি। আসুন আনন্দ উপভোগ করুন, সুস্থ থাকুন। আমাদের সহকর্মীরা অনেকে আজ এসেছেন। সারা বছর আপনারদের সাথে দেখা হয় না। আসুন আপনারা

আপনারদের মনের কথা বলুন। ইদানিং আমরা একটি বড় কাজে হাত দিয়েছি। জয় কো-অপারেটিভের বাড়ীর নিচতলা ভাড়া নিয়ে “ডাঃ নরমান বেথুন ক্লিনিক” ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি। বয়স্ক লোকদের ফিজিওথেরাপি খুব প্রয়োজন। স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি যাতে করা যায় তার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। আমাদের উদ্দেশ্য একটি অর্থপেডিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে একটি এক্সরে মেশিন বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। আশা করি আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে সচেষ্ট হব। আপনারদের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা যে যা পারেন ডোনেশন প্রদান করুন। জয়ার শ্রমিকদের কথাও আমাদের অজানা নয়। পেনশন নেই, গ্র্যাচুইটি নেই। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সকলের কাছে ডোনেশন প্রদানের আবেদন জানিয়ে বলেন আমরা জানি ভালো কাজে অর্থের কোন অভাব হয় না। আমরা আমাদের অভিস্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারব।

এই গরমে কীভাবে ভাল থাকবেন**গরমের সমস্যা ও তার সমাধান**

এই গরমে যেমন বিশেষ কিছু শারীরিক সমস্যা আছে, তেমন তার সমাধানও আছে।

সানস্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন

এ সময়ে গরম শুকনো হাওয়া ও সূর্যের প্রখর তাপের কারণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে কখনও কখনও ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে দমবদ্ধ ভাব বা শ্বাসকষ্ট, ঝাপসা দৃষ্টি বা পুরো ব্যাকআউট, ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, হাত পা-ঠোট, জিভ শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সানস্ট্রোকের সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সানস্ট্রোকের কারণে রোগী অচেতন হয়ে পড়লে অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অন্যদিকে যেখানে গরমের প্রধান সমস্যা ঘাম, সেখানে ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে প্রচুর জল ও ইলেকট্রোলাইটস বেরিয়ে যাওয়ায় সহজেই ভীষণ ক্লান্তি

আসে, অবসন্ন লাগে, মাথা ঘোরে বা মাথাব্যথা হয়। চোখে আঁধার লাগে, বুক ধড়ফড় করে এবং ডিহাইড্রেশনের কারণে হতে পারে মাসল ক্র্যাম্প। গরমের এই দুই প্রধান সমস্যা হিটস্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন এই দুই প্রধান সমস্যা হিটস্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন এড়াতে হলে বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। যেমন - নির্দিষ্ট সময় পরপর জল পান করুন। বাইরে রোদে বেরতে হলে ওআরএস বা নিম্বুপানি সঙ্গে নিন। রোদে বেরনোর আগে বা রোদ থেকে ফিরে এসে শরীর ঠান্ডা ও সচল রাখার জন্য জল ছাড়াও ফলের রস, ডাবের জল, দইয়ের ঘোল, বেলপানা, পুদিনা বা লেবুর শরবত খেতে পারেন।

ডিহাইড্রেশন ও হিটস্ট্রোক এড়াতে ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণে মরশুমি ফল ও শাক-সবজি রাখুন।

হেভি ওয়ার্ক আউট না করে হালকা যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম, প্রাতঃক্রমণ ইত্যাদি করতে পারেন। সুবিধে থাকলে এসময় সাঁতারও খুব ভালো ব্যায়াম। তবে ব্যায়ামের আগে পরে অবশ্যই যথেষ্ট জলপান করে নিজেকে রিহাইড্রেটেড রাখবেন।

রোদে বেরতে হলে রোদ চশমা, ছাতা, টুপি ও হালকা রঙের পুরো শরীর ঢাকা জামাকাপড় পরুন।

সানস্ট্রোক সন্দেহ হওয়া মাত্র রোগীকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা স্থানে স্থানান্তরিত করুন। রোগীর সারা শরীর ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিন এবং অল্প-অল্প করে ওআরএস বা নুন-চিনির শরবৎ খাওয়ান। সানস্ট্রোকের কারণে রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

সর্দিগর্মি :

গ্রীষ্মকালের দ্বিতীয় মুখ্য সমস্যা সর্দিগর্মি। গরমের আবহাওয়ায় এমনিতেই ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির হার বেড়ে যায় এবং তার ওপরে দেহের সামগ্রিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের কম তাঁদের সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেশি। এসময় বারবার অফিস বা বাড়ির ঠান্ডাঘর থেকে বেরিয়েই বাইরে চড়া রোদ অথবা রোদ থেকে এসেই ঠান্ডা ঘর, ফ্রিজের ঠান্ডা জল বা পানীয় খাওয়া এবং ঠান্ডা জলে স্নান ইত্যাদির কারণে সর্দিগর্মি বা অন্যান্য সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। সর্দিগর্মির সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে হলে -

পরিবেশের গরম-ঠান্ডার পরিবর্তনগত প্রভাবকে যতটা সম্ভব রয়ে-সয়ে ব্যালেন্স করুন। হঠাৎ করে গরম থেকে ঠান্ডা বা ঠান্ডা থেকে গরম ক্ষতিকর হতে পারে।

দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে ভিটামিনস, মিনারেলস ও অ্যান্টি অক্সিড্যান্টস সমৃদ্ধ প্রাকৃতিকভাবে রঙিন তাজা শাক-সবজি, ফলমূল যেমন আম, জাম, জামরুল, পেয়ারা, তরমুজ, পাকা পেঁপে, টম্যাটো, বেগুন, বিনস, কুমড়া, গাজর, বিট, স্কোয়াশ, পালং, পুই, নটে, কাঁচা লংকা ধনেপাতা ইত্যাদি নিয়মিত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডায়েটে রাখতে হবে। রোজকার খাবারে ভিটামিন সি, ভিটামিন-ই ও ক্যারোটিনয়েডস যথাযথ মাত্রায় থাকা অত্যন্ত জরুরি।

গরমে ভালো থাকার কিছু হট টিপস :-

সারাদিনে অন্তত তিন লিটার জল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জলীয় খাবার খান।

কম ক্যালরিয়ুক্ত খাবার খান।

ডায়েটে উন্নত মানের প্রোটিন এবং ভালো ফ্যাটযুক্ত খাদ্য মাত্রামতো রাখুন।

টুকটুক মুখ চালানোর অভ্যাস বাতিল করুন।

দিনে ৪-৫টা আহারই যথেষ্ট, তার বেশি নয়।

সারাদিনে অন্তত ৩০০ গ্রাম ফল ও ৩০০-৫০০ গ্রাম তাজা সবজি রাখার চেষ্টা করুন।

মিল বাদ দেবেন না, কম ক্যালরিয়ুক্ত কিন্তু ডায়েটারি ফাইবার এবং ভিটামিনস-মিনারেলস সমৃদ্ধ খাবার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন।

শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষের জন্য শাক-সবজির চেয়েও ফলের ফাইবার এসময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিজেকে নিজে ঠকাবেন না। সারাদিন কী খাচ্ছেন, কখন খাচ্ছেন, কীভাবে খাচ্ছেন, কতটা খাচ্ছেন ইত্যাদি লিখে রাখুন একটা ডায়েরিতে এবং সপ্তাহান্তে দেখুন আপনি আপনার ডায়েট বিশেষজ্ঞের নির্দেশ কতটা মেনে চলতে পেরেছেন।

গরমে কী কী খাবেন :-

গরমকালের ডায়েট হতে হবে এমন যা শরীর স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে, শরীরে জল ও ইলেকট্রোলাইসিস এর

সাম্যাবস্থা বজায় রাখে এবং যা হজমসংক্রান্ত সমস্যা ও অন্যান্য সংক্রমণজনিত অসুস্থতা থেকে মুক্ত রাখে। গরমে চাই গরমের ব্যালেন্সড ডায়েট।

(সাপ্তাহিক বর্তমান (৩০ এপ্রিল, ২০১৬)
পত্রিকায় প্রকাশিত।

শম্পা চক্রবর্তী

লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে
এখানে প্রকাশিত হলো।)

দেখিনি তাই

“মানবী”

পামা রুদ্র তুমি ভীষণ ক্ষুদ্র।
দেখতে পাই না তোমাকে।
তুমি মনে হয় খুব ভদ্র।
নীল সাদায় দরজায় লেখা - নামটা
বেশ লাগে মনটা,
তুমি জানো না তো আমার মনটা,
কখনো করোনা গাল মন্দ —
দু - একটা
জানি তুমি বেজায় ব্যস্ত।
ইংরেজী বলো চোস্ত।
তুমি কখনো করোনা আমাকে —
মন থেকে বরখাস্ত।
তোমার ফ্ল্যাটটা বন্ধ থাকে কেবলই —
কোল্যাপসিবল গেটটাও
তারমধ্যে নেই কোনো রহস্য।
কেননা কেবলই তোমাকে দেখার উৎসাহ।
কেন জানো?
তুমি তো রত্ন।
নিজের প্রতি নিয়ো যত্ন।

আমি তোমাদেরই লোক

তুষার পঞ্চানন

কবিপক্ষে প্রতিবার কিছু কিছু লিখতে হয়। কখনও
কখনও কোথাও কোথাও বলতেও হয়। প্রতিবারই ভাবি
সবই তো আগে লেখা হয়েছে, আবার কি লিখবো, কি বলবো।
তারপরই মনে হয় বিপুল এ রবীন্দ্রনাথের কতটুকু জানি,

তার অন্তরের কত না গলিপথ রয়ে গেছে অগোচরে। তাই কলম
ধরতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে চিরকালীন বিশ্বয়, আমার
অনুপ্রেরণা। জমিদার বাড়ীর সন্তান, অথচ সাধারণ গরীব
শ্রমিকদের জন্য কি অসাধারণ মমত্ববোধ। শ্রমিক কৃষকদের জন্য
কি তাঁর আর্তি। সভ্যতার পিলসুজ কথা ভেবেই লিখেছিলেন
'ওরা কাজ করে' নিজে কৃষকদের জীবনের শরিক হবার চেষ্টা
করেছেন এবং দেশের কবিদের কাছে, আহান জানিয়েছেন কর্মে
ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে মাটির কাছাকাছি অবস্থান
করতে। দেশের কৃষিব্যবস্থার কথা ভেবেই একমাত্র পুত্র
রবীন্দ্রনাথকে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে আত্মস্থ করবার জন্য
জাপানে পাঠিয়েছিলেন। পতিসরে জমিদারি পরিদর্শনে গিয়ে তাঁর
কাব্যকলাপ তাঁর মমত্বেরই পরিচায়ক। তিনি উদ্যোগ নিয়ে
সেখানে কৃষকদের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।
সেখানে টাকা জমা দেওয়া, ঋণ নেওয়া ইত্যাদি সুবন্দোবস্ত করা
হয়। তিনি নিজে প্রচুর পরিমান টাকা জমা রাখেন যাতে কৃষকরা
সেখান থেকে স্বল্পসুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সাধারণের জন্য
তার এই চিন্তাধারা বিভিন্ন গল্পে ও বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে
আছে। গোরা উপন্যাসেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। জাত-
পাত ধর্মের উর্ধ্বে উঠে তিনি মানুষ তথা দেশের কল্যাণ কামনা
করেছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও সময়োচিত
পদক্ষেপ থেকে তিনি বিরত থাকেন নি। হিজলি জেলে গুলি
চালনার প্রতিবাদ, জালিয়ানওয়ালাবাগ গুলিকাণ্ডে প্রতিবাদ এবং
নাইটহুড উপাধি পরিত্যাগ করেছেন। ১৯০৫এ বঙ্গব্যবচ্ছেদের
প্রতিবাদে তিনি পথে নেমেছেন, জাতপাতধর্মের উর্ধ্বে উঠে
রাজপথে মানুষদের হাতে রাখীও বেধেছেন, বিখ্যাত গান রচনা
করে পথে পথে গেয়ে বেরিয়েছেন - সৌভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে
অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু আমরা বাঙালীরা সময়োচিত যথাযোগ্য
মর্যাদা দিতে পারিনি, এর অযৌক্তিক সমালোচনায় তাঁকে বিদ্ধ
করেছি। সবচেয়ে লজ্জার, তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলে
কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে গিয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁকে
মালাভূষিত করা হয়েছে। এতই আমরা বিদেশ নির্ভর। বিদেশের
স্বীকৃতি পেলেই তবে স্বদেশে স্বীকৃতি মেলে। কবিও নিশ্চয় দুঃখ
পেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গানেই তিনি সে দুঃখ ভুলতে
চেয়েছেন।

কিন্তু আমাদের স্বভাবতো পান্টায়নি। কপিরাইট আইনে
রবীন্দ্রনাথ এখন সাধারণের সম্পত্তি। যে যেমন খুশি তাঁকে
ব্যবহার করতে পারে। বিশ্বভারতী নিজের সমস্যায় জর্জরিত।
কেউ রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত অপমানিত করে চলেছে তবু সে

সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। বিশেষ করে একজন স্বঘোষিত সাহিত্যিক প্রাক্তন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে কাটাছেড়া করে পর্ণোগ্রাফি লিখে নিজেকে জাহির করে টাকা রোজগার করতে চাইছেন তা আর সহ্য করা যায় না। বিদেশে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পার আতিথ্য গ্রহণ করে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছেন তা তিনি এখানে বসে মনশ্চক্ষে অবলোকন করেছেন। নতুন বৌঠান কাদম্বিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মধুর সম্পর্ক তাকে কদমাস্ত করতে তার বাধে নি। বৌদি এবং পুত্রসম দেওরের যে মধুর সম্পর্ক তা তার পছন্দ হয়নি। তাঁদের দৈনন্দিন আচার আচরণ, কথাবার্তা সব এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন লেখক খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে সব তথ্য আহরণ করেছেন। এরপরে আবার ঐ লেখক কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে পড়েছেন। মৃণালিনী কত অসুখী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কত পাষন্দ ছিলেন এটা প্রমাণ করাই লেখকের উপজীব্য বিষয়। এখানেও লেখক নিশ্চয় কবির খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে সবকিছু দেখেছেন, জেনেছেন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নের সূচনাও তিনি হয়তো প্রত্যক্ষ করেছেন। আচ্ছা, এই ধরনের নরকের কীটকে শিক্ষা দেবার মত একজন বাঙালীও কি জীবিত নেই। অবশ্য এই ধরনের লোকদের রবীন্দ্রনাথ নিজেই ক্ষমা করে গেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সারাপৃথিবীর অবহেলিত নিপীড়িত মানুষদের জন্যই চিন্তা করে গেছেন। শোষনমুক্ত সমাজ ছিল তাঁর স্বপ্ন। যেখানে জনগণ আক্রান্ত হয়েছে। তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য প্রাপ্য ঘৃণা তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের উত্তরণের ব্যবস্থা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সোভিয়েত যাত্রাকে তিনি তীর্থযাত্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এমন সমাজের যেখানে কেহ কারো প্রভু নয় কেহ নয় দাস। সবাই নিজ নিজ কাজ প্রফুল্ল অন্তরে করে চলেছেন। তাঁর আশা একদিন দেশে এই অবস্থা আসিবে নিশ্চয়। ধর্মভেদ নিয়েও তিনি ধর্মের ধ্বজাধারীদের তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন। ধর্মের মোহ নিয়ে মারামারি করে শুধু সাধারণ মানুষই মারা যায়। জ্ঞানের আলো উজ্জীবিত করার জন্যই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রথের রশিতে সাধারণ অন্ত্যজ দলিত মানুষদের টান মুক্ত হলে তবেই রথ চালু হয়। এটা মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন। দেবতা - দানব মানুষের মধ্যেই আছে। মানুষকে অভুক্ত রেখে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ অসামর্থ। চণ্ডীদাসের কথাই তিনি উপজীব্য করেছেন। মানুষই সব, মানুষকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না। বিশ্বকবি তাই মুক্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন। আমি তোমাদেরই লোখ, আর কিছু নয়।

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধু ও সাথীগণ, আশা করি পরিবার পরিজন সহ সবাই কুশলে আছেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ ও তাপপ্রবাহে সুস্থ থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে। অসুস্থ বোধ করলে আমাদের চিকিৎসাকেন্দ্রের শরণ নেবেন। আমাদের ফিজিওথেরাপী কেন্দ্রটি বর্তমানে বেলা ১১টা থেকে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকছে। প্রয়োজনে পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করবেন।

বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩০শে এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) জয়া ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাথে একযোগে ঐতিহ্যমণ্ডিত মিলনোৎসব সংস্থার বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে পালিত হয়েছে। ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস উপলক্ষে শহীদ স্মৃতি ভবনে রক্ত পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। বৈশাখ মাসে কবি গুরুর জন্ম মাস। ১১ই মে তাঁকে স্মরণ করেছি। আলোচনায়, গানে, আবৃত্তিতে। আগামী ২৫শে মে আমাদের বাঁশদ্রোণী শাখায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী পালিত হবে বিকাল পাঁচটায়। ঐদিন সবার আমন্ত্রণ রইল।

ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে, ১৯শে মে গণনার দিন। এর দিকে সবাই তাকিয়ে আছি। বিজয়ী প্রার্থীদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতি টানছি —

আসুন সবাই মিলে ভাল থাকি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রত্যেক সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে ইংরাজী ২০১৬-১৭ সালের জন্য সদস্যপদ নবীকরণের জন্য টা.১০/- এবং প্রবীণ বার্তার বার্ষিক চাঁদা বাবদ টাকা ২০/- মোট ৩০/- জমা দিয়ে আগামী ৩০শে জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণ করতে হবে।

তারিখ :- ১৫.০৪.২০১৬

ধন্যবাদান্তে
পেলব মুখার্জী
সভাপতি

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদনে যাঁরা ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা আমরা ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি।

এরপর থেকে আরও যাঁরা দান করেছেন তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রকাশিত হল :-

ক্রমিক নং	ঠিকানা	টাকা
	ইতিপূর্বে সংগ্রহের পরিমান	১,৭৪,৩০৫.০০
৭২) শ্রী বিজয় কুমার দত্ত	২৬৭ পি.এ. শাহ রোড, কলকাতা - ৩৩	৩,০০০.০০
৭৩) শ্রী দীপেশ মিত্র	আতাবাগান, কালীতলা, গড়িয়া, কোলকাতা - ১৫৩	১,০০০.০০
৭৪) শ্রী বলেন্দ্র ভূষণ সান্যাল	৫৮ পি.জি. এইচ শাহ রোড, কোলকাতা - ৩২	১০০১.০০
৭৫) শ্রী প্রদীপ সাহা	এপ-২৩, কটজুনগর, কোলকাতা - ৩২	৮,০০.০০
৭৬) শ্রীমতী বকুল ব্যানার্জী	ব্লক-৯/৩, পোদ্দারপার্ক, কোলকাতা - ৪৫	৫৭০.০০
৭৭) শ্রীমতী কল্পনা মুখার্জী	এইচ-৪, ২৬৭, পি.এ. শাহ রোড, কোলকাতা - ৩৩	৫০১.০০
৭৮) শ্রী সমরেন্দ্র নাথ মুখার্জী	এইচ-৪, ২৬৭, পি.এ. শাহ রোড, কোলকাতা - ৩৩	৫০১.০০
৭৯) ডাঃ পল্লব কুমার চট্টোপাধ্যায়	২৩এ. পি.এম. শাহ রোড, কোলকাতা - ৩৩	৫০০.০০
৮০) শ্রী ভবতোষ দাস	ই-২৪ কটজুনগর, কোলকাতা - ৩২	৫০০.০০
৮১) শ্রীমতী সরস্বতী সরকার	এ-১৩, পোদ্দার নগর, কোলকাতা - ৩২	৫০০.০০
৮২) শ্রী সুধীর রঞ্জন রায়	বাবুরাম ঘোষ রোড, কোলকাতা - ৪০	৫০০.০০
৮৩) শ্রী শান্তি দাস	নেহেরু কলোনী কোলকাতা - ৪০	২১১.০০
৮৪) শ্রীমতী প্রিয়তমা ঘোষ	গ্রাহাম রোড, কোলকাতা - ৪০	২০০.০০
৮৫) শ্রীমতী করবী লাহিড়ী	২/৩৭, অশোক নগর, কোলকাতা - ৪০	২০০.০০
৮৬) শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তী	৪৬ রিজেন্ট পার্ক, কোলকাতা - ৪০	২০০.০০
৮৭) শ্রীমতী দীপালি গুহ	ও.ডি.আর. সি. বেহালা	২০০.০০
৮৮) শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষ	৪/৮২, চন্ডীতলা লেন, কোলকাতা - ৪০	১৫১.০০
৮৯) শ্রী নিতাই লাল দে	৪৯বি, টালিগঞ্জ রোড, কোলকাতা - ২৬	১০১.০০
৯০) শ্রীমতী ছায়া মুখার্জী	পি২০, চৈতলা, কোলকাতা - ২৭	১০০.০০
৯১) শ্রীমতী আভা বোস	২০৪, সুবোধ পার্ক, কোলকাতা - ৭০	১০০.০০
৯২) শ্রী অজয় ঘোষ	৬/১৮, পোদ্দার নগর, কোলকাতা - ৬৮	১০০.০০
৯৩) শ্রীমতী স্মৃতিক্ষা ঘোষ	৬/১৮, পোদ্দার নগর, কোলকাতা - ৬৮	১০০.০০
৯৪) শ্রী অরুণ কুমার মুখার্জী	৬৫/সি-৯০, পি.জি. এইচ. শাহ রোড, কোলকাতা - ৩২	১০০.০০
৯৫) শ্রীমতী রাধারানী ঘোষ	২/২৪ অশোকনগর, কোলকাতা - ৪০	১০০.০০
৯৬) শ্রী প্রশান্ত নাথ লাহিড়ী	২/৩৭, অশোক নগর, কোলকাতা - ৪০	১০০.০০
৯৭) শ্রীমতী চিত্রা বিশ্বাস	৪/২৭, চন্ডীতলা লেন, কোলকাতা - ৪০	১০০.০০
৯৮) শ্রী রবীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী	২৮এ গুরুপদ হালদার রোড - কোলকাতা - ২৬	১০০.০০
৯৯) শ্রী মীনা সেনগুপ্ত	১৮ তিলক নগর, কোলকাতা - ৪০	১০০.০০
১০০) শ্রীমতী ছবি চন্দ	৩এফ ম্যুর এভিনিউ, কোলকাতা - ৪০	১০০.০০
১০১) শ্রী রঘুনাথ রায়	ব্রহ্মপুর, কোলকাতা - ৭০	১০০.০০
১০২) শ্রীমতী সাধনা ব্যানার্জী	৫/৭, পোদ্দার নগর, কোলকাতা - ৬৮	৫০.০০